দৈনিক খবর

তারিখ ... 14 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

173

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

ঠাকুরগাঁও—এর ২শ' ৭টি গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

ঠাকুরগাঁও, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (এস এম জসিমউদ্দিন প্রেরিত)– জেলার ২শ' ৭টি গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা নামে মাত্রই কার্যকর হচ্ছে। জেলার ৬শ' ২৬টি গ্রামের মধ্যে ৪শ' ৭টি গ্রামে সরকারী বিদ্যালয় আছে। বাকী গ্রামগুলো আজও প্রাথমিক শিক্ষার স্পর্শেআসেনি।

এক হিসেবে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে যাওয়ার মত ছেলেমেয়ের সংখ্যা (ঠাকুরগাঁও জেলায়) ১ লাখ ৬০ হাজার কিন্তু বর্তমানে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭শ' ৬৪ জন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত করে। এদিকে প্রতিবছর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সকল ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়, তার বহুলাংশই ৫ম শ্রেণীতে উঠতে না উঠতে বিভিন্ন সমস্যার জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতিবছর বিদ্যালয়গুলোতে ১ম শ্রেণীতে ৩৪ হাজার ৩শ' জন ছাত্র ও ২১ হাজার ৩৩ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। দেখা যায় ২য় শ্রেণীতে বিদ্যালয় ত্যাগ করে ২০ হাজার ৭শ' ছাত্র ও ১২ হাজার ৬শ' ৭৭ জন ছাত্রী। ৩য় শ্রেণীতে ৩ হাজার ছাত্র এবং ১ হাজার ৯শ' জন ছাত্রী, ৫শ' শ্রেণীতে ১ হাজার ৮শ' জন ছাত্র এবং ১ হাজার ২শ' জন ছাত্রী। ফলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। জেলার ৬১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪১৯টি সরকারী, ১৩৬টি বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত, ৫৬টি বিদ্যালয় সরকার অনুমোদিত নয়। এর মধ্যে বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মাসে ৫শ' টাকা সরকারী অনুদান পায়। রেজিস্ট্রিবিহীন স্কুলগুলো শুধুমাত্র সামান্য বইপত্র পেয়ে থাকে। জেলায় শিক্ষকের সংখ্যা ১৫শ' ৪২ জন। ৮০টি পদে শিক্ষক নেই। ১৯৭৮ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের দু'টি খাতে বেতন প্রদানের নিয়ম প্রণয়ন করে। ১৩৭ নং খাতটি রাজস্ব এবং ২০৫নং উন্নয়ন খাত। এখাতে বিদেশী বিনিয়োগ না থাকায় শিক্ষকদের বেতন হচ্ছে না। ১০২ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এখাতের আওতায় থাকায় তারা গত ৯ মাস যাবত বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এদিকে শতকরা ৪০ ভাগ বিদ্যালয়ে চেয়ার, বেঞ্চ, ঘর না থাকার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার পরিবেশ একেবারে নেই' বললেই চলে। এরকম একটি বিদ্যালয়ের নমুনা দেয়া হলো। বিদ্যালয়টি ১৫নং আরাজী কৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। জেলা শহর থেকে মাত্র ৩ মাইল দূরে। ১৯৮৮ সালের ১২ এপ্রিল ঝড়ে বিদ্যালয়টির টিনের চালা উড়ে যায়। পরবর্তীতে আজ অবধি মেরামতের উদ্যোগ না নেয়ায় আস্তে আস্তে দেয়ালগুলো ধসে পড়ে। এখন এ বিদ্যালয়ের ৪৪৬ ছাত্র–ছাত্রী গাছের নীচে খোলা মাঠে যেখানে গরু চরে সেখানেই তাদের শিক্ষা জীবনে প্রাথমিক দিনগুলোকে অতিবাহিত করছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনেক লেখালেখি করে কোন ফল হয়নি।

একজন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, জেলার ৩০ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নেই এবং এ সমস্যা কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে তার কোন তথ্যওনেই।

এ হলো আজকের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার হাল। যদি এ ব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চিত, গত ২০ বছরের মত আগামী ২০ বছরেও শিক্ষার হার ও মান বাড়বে না।